সাধারণ কবিতা

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

সাধারণ কবিতা

মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

ফুলতলী পাবলিকেশন

সাধারণ কবিতা
মাওলানা মোঃ ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

প্রকাশক
গুফরান আহমদ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব বাড়ি
জকিগঞ্জ, সিলেট

প্রকাশনায়
ফুলতলী পাবলিকেশন
ফুলতলী ছাহেব বাড়ি,
জকিগঞ্জ, সিলেট

স্বত্ব : লেখক

প্রকাশকাল
৫ম সংস্করণ
মে, ২০১৮ ইংরেজি
বৈশাখ, ১৪২৫ বাংলা
রামাদ্বান, ১৪৩৯ হিজরী

বিনিময়: ২৫.০০ [পচিশ টাকা মাত্র]

Sadhron Kobita By **Mawlana Muhammad Imad Uddin Chowdhury Fultali,** Published by: Fultali Publication, Fultali Saheb Bari, Zakiganj, Sylhet, Bangladesh. 5th Edition: **May**, 2018, Price : 25.00 (Twenty Five Taka only.)

সূচিপত্র

সম্বল আমার তোমার দয়া	৭
আমার মাথা নত করে দাও	৮
তুমি নয় দূরে	৯
জানি না কখন হবে জনমের ইতি	১০
মাজারের পাশে	১১
অনাথা	১২
সদানন্দপুর	১৭
গহীন রাতের ডাক	১৯
চাঁদ আমি তোমায় ভালবাসি	২০
ফজরের ডাক	২১
অন্তিম ইচ্ছা	২২
যিক্‌রে জলি	২৪
বন্ধুর ঘরে	২৫
শান্তি কি আসিবে ফিরে	২৬
বিরহ মিলন	২৭
ঠাঁই নাই	২৮
হযরত শাহজালাল (র.)	২৯
হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	৩০
তালের নরম শাঁস	৩১
পৌষের শীতে	৩২
আতুরের ফরিয়াদ	৩৩

অন্ধের ফরিয়াদ	৩৪
নয়নের আলো	৩৫
উম্মত গুনাহগার	৩৬
মুনাফিক. সমাচার	৩৮
এতীমের ব্যথা	৩৯
ভয়ানক শ্মশান	৪১
ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে এতীমদের দোয়া	৪২
সনদ বিতরণ মাহফিলে এতীমদের দোয়া	৪২
دل کی آنکھوں سے دیکھو	৪৩
دست دعا بلند کرو	৪৪
خدایا ان بے کسوں پر رحم کرنا	৪৫
سایہ پدر ومادر سے محروم یتیم	৪৬
یتیموں کی دعا برائے مظلوم روہنگا	৪৭

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্বল আমার তোমার দয়া

আল্লাহ তোমার মায়া সিন্ধুর
সীমানা যে নাই
জীর্ণ আমার জীবন তরী
আশায় আশায় বাই॥

সম্বল আমার তোমার দয়া
আর তো কিছুই নাই
তুমি ছাড়া পথের সাথী
আমার কেহ নাই ॥

মরণ পরে পরপারে
যখন আমি যাই
ভুলিও না অধমেরে
দিও কাছে ঠাঁই,
বিচার দিনের ভয়াল মাঠে
তোমার দয়া চাই॥

আমার মাথা নত করে দাও

আমার মাথা নত করে দাও
হে তোমার দরবারে
কবুল কর হে সেজদা আমার
দয়ার নজর করে ॥

দুয়ারে দুয়ারে কত ঘুরিলাম
সকল দুয়ার বন্ধ হেরিলাম
গভীর নিশীথে তুমি ডাক দিলে
আসিনু তোমার দ্বারে ॥

কৈশোর যৌবনে কিছু বুঝি নাই
বয়সের ভারে নত হয়ে তাই
এসেছি তোমার দ্বারে
তুমি দাও মোরে এতটুকু ঠাঁই
ক্ষমা করে দয়া করে ॥

তুমি নয় দূরে

দয়াময় তুমি নয় দূরে
আছ জানি মম অন্তঃপুরে
ফুটন্ত গোলাপ রূপে হৃদয় কাননে।
ভক্তগণ পায় তব ঘ্রাণ
শান্ত হয় তন মন প্রাণ
ভাগ্য ফেরে আমি কেন বঞ্চিত জীবনে।

দীন দুঃখী কাঙ্গালের ঘরে
ছুটে যাই বড় আশা করে
হয়তো দাঁড়ায়ে আছ মায়ারূপ হয়ে।
গভীর নিশীথ কালে
মিটি মিটি তাঁরা জলে
অনাথ অনাথা কাঁদে তোমাকে লয়ে।

স্বামীহারা ঘরহারা হয়ে
অসহায় শিশুটিরে লয়ে
দাঁড়ায় আকাশ তলে তোমারই পাশে
গোরের কাফন পরে যারা
জনমের মত হলো ঘরহারা
ঘুমায় অঘোর ঘুমে তোমারই আশে।

জানি না কখন হবে জনমের ইতি

হে আমার প্রাণপ্রিয় জনমভূমি
বিভুঁই বিদেশে গেলে পরবাসী আমি,
নিশার স্বপনে দেখি কাঁদিছ তুমি
শ্যামল সুন্দর তব অপরূপ চোখে।

দেখি গ্রাম বাংলার শত শত ঘরে
মনে হয় যেন যুগ যুগ ধরে,
স্বামীহারা বিধবার অশ্রুজল ঝরে
ধুলোমাখা এতীমের ভাষা নাই মুখে।

বনফুল কদম কেয়া বাঁশ ঝাড় তলে
গভীর নিশীথ কালে জোনাকীরা জ্বলে
রেখে যাই এইখানে এতটুকু স্মৃতি,
মাটিতে ছড়ায়ে দেই এক মুঠি প্রীতি
জানি না কখন হবে জনমের ইতি।

মাজারের পাশে

মাজারের পাশে এই মাহফিলে খানেকার এই ঘরে
এতীম শিশুদের নয়নের জল ঝরে, তারা ফরিয়াদ করে
রহমান রহীম তোমার দরবারে তারা মোনাজাত করে
সর্বশক্তিমান রহীম ও রহমান কবুল কর তাদের মোনাজাত
পাপ-তাপ হতে মুক্তি দাও, আমাদের দাও হে নাজাত
অশান্ত পৃথিবীর বুকে দাও শান্তি, দাও ছায়া দয়া করে।।

অনাথা

বেলা দ্বিপ্রহরে মনু নদী তীরে
নিঝুম নিরালা আমগাছ তলে,
বসে আছে একা একটি বালিকা
খুঁজিছে কাহারে জলে কিবা স্থলে
শুধাইনু তারে হারায়েছ কারে
উদাসীন কেন তোমার আঁখি
কাতর নয়নে চেয়ে মোর পানে
নয়নের জল আঁচলে মাখি
শুধাল আমায় শুনিবে কি হায়
অধম বালিকার করুণ কাহিনী,
আমগাছ তলে আঁখি জল ফেলে
নদীরে শুনাই মরমের বাণী।
দশটি বছর কেটেছিল মোর
পিতার ছায়ায় মায়ের আদরে,
দয়াময় মোরে কত দয়া করে
পাঠায়ে ছিলেন সুখের সংসারে।
ভাই-বোন মিলে সকালে-বিকালে
পড়তে যেতাম মক্তব ঘরে,
মনু নদী জলে ঢেউ তুলে তুলে
মিলাইত সুর দূরে বহু দূরে।
মনুর কিনারে ধীরে অতি ধীরে
বহিত বাতাস বনানীর ফাঁকে,
কোকিল ডাকিত দোয়েল ডাকিত

ঐ দূর বনে নদীর বাঁকে।
সে বনে এখন করেছে শয়ন
জনমের মত মোর ভাই-বোন
রয়েছে যে সেথা মম পিতা-মাতা
চিরনিদ্রায় করেছে শয়ন।
জানি না কেমনে গোপনে গোপনে
আপনজনেরা বিদায় নিল,
মনু নদী তীরে জীর্ণ কুড়ে ঘরে
আমায় ফেলে সবই চলে গেল।
অসুখে বিসুখে কাল বৈশাখে
মায়েরে জড়ায়ে কেটে যেত রাত,
পৌষের শীতে কতবার রাতে
রাখিতেন বুকে তার প্রিয় হাত।
মশারী খাটায়ে ভাই-বোন লয়ে
থাকতাম সুখে একটি কাঁথায়,
ভাই-বোনদের কোমল হাতের
কোমল পরশ লাগিত যে গায়।
একে একে তারা হলো ঘরহারা
আশ্রয় নিল মাটির কবরে,
যদি একবার জননী আমার
ক্ষণিকের তরে আসিত ফিরে।
বলতাম তারে দু'টি পায়ে ধরে
যেও না জননী আমায় ছেড়ে,
বর্ষার কালে দেহ ভিজে জলে
ক্ষুধার জ্বালায় কলিজা পোড়ে

প্লাবন আসিলে মনু নদী জলে
দুরু দুরু কাঁপে মোর বুক খানি,
ঘরখানা ছেড়ে আমগাছে চড়ে,
ডাকি প্রাণপণে তোমায় জননী।
দেখিনু স্বপনে গোপনে গোপনে
তুমি এসেছ মা ছিলে বহু দূরে,
করে ছল ছল নয়ন যুগল
দেখিনু তোমায় নয়ন ভরে।

তব বুক খানি ভিজিল তখনি
আমার নয়নের জলে,
তোমার নয়ন মানে না বাঁধন
ঝরিল অশ্রু আমার চুলে।
কাঁথাটি তোমার ভিজে বার বার
রাতের আঁধারে মোর আঁখি জলে,
কোনোমতে খাড়া ফাঁকা ফাঁকা বেড়া
ঘরটি তোমার যেন পড়ে পড়ে
রাতের বেলায় শিয়াল আসে যায়
হুতোম প্যাচারা ডাকে বাঁশ ঝাড়ে।
বড় ভয় করে ভাঙ্গা দুয়ারে
কে যেন দাঁড়ায়ে বিকট আঁকারে,
বাঁশ ঝাড় হতে গভীর রাতে
কারা যেন পড়ে নদীর জলে।
পাগলা বুড়ি ছেড়ে তার বাড়ি

ঘুরে সারা রাত এ বনে সে বনে,
গভীর আঁধারে মোর নাম ধরে
ডাকে মোরে নিতে ঐ দূর বনে।
মোড়ে তব কাঁথা সারা দেহ মাথা
বিনিদ্র নয়নে কাটাই রজনী,
নিশি অবসানে পুর্ব গগনে
প্রভাতী তারাটি কাঁদে মোর সনে।
প্রবল বন্যায় ভেসে গেছে প্রায়
যা কিছু ছিল আমার এ ঘরে।
মোর ছোট বোন স্নেহের শিরীন
ফেলে গিয়েছিল ছোট্ট বাসন
রেখেছি যতনে সদা মোর সনে
কেউ কিছু দিলে করি ভক্ষণ।
ক্ষুধার জ্বালায় পাগলিনী প্রায়
ঘুরি আমি মাগো গোরস্থানে
ভাই-বোন লয়ে তুমি আছ শুয়ে
আমার কাঁদনে জাগো না তুমি,
এত ব্যথা সয়ে এত দুঃখ লয়ে
কেমনে রহিব একেলা আমি।
শুনে তাঁর কথা মনে লাগে ব্যথা
বলিলাম ওগো অনাথা বালিকা,
চল মোর ঘরে রাখিব আদরে
আমারও রয়েছে বালক-বালিকা।
চোখে জল ভরে দেখাইল মোরে
হাতের ইশারায় কবরগুলি।

মুখ চেপে ধরে　　　　কেঁদে হু হু করে
বলল আমায় মুসাফির ওরে,
যাও দোয়া করে　　　　যেন তাড়া করে
পৌঁছিতে পারি জননীর কাছে।
আসিলাম ফিরে　　　　কিছুকাল পরে
মনুর কিনারে আমগাছ তলে।
চারদিকে চাই　　　　দেখিতে না পাই
সেই অসহায় বালিকাটিরে।
দেখি ঐ বনে　　　　গোরস্থানে
দু'জন বৃদ্ধ কবর খুঁড়ে
কত দয়াবান　　　　রহীম-রহমান
ফিরায়ে দিলেন তারে জননীর কোলে।
মনুর কিনারে　　　　স্ব-করুণ সুরে
গাহিছে কে যেন আপন মনে,
সরাইখানায়　　　　স্থান নাহি হায়
চল মুসাফির যাই অন্যখানে।
বনি আদমের　　　　কান্নার সুর
শোনো কান পেতে মাটির বুকে
অনাথ অনাথা　　　　ঘুরে হেথা সেথা
কত বেদনারে লয়ে তার বুকে।
পালন যে করে　　　　অনাথ অনাথারে
নবীজির সাথে থাকিবে হাশরে,
শেষ হলো দিন　　　　আয়ু হলো ক্ষীণ
নিশি পোহাইল সরাইখানায়,
পাথেয় কি আছে　　　　তাই ভাবি পাছে
দূরে বহু দূরে পথ নিয়ে যায়।

সদানন্দপুর

সদানন্দপুরে বসবাস করে দিন মজুরের দল
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এতীম বিধবার আঁখি করে ছল্ ছল্।
জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল প্রায় রোগী আছে কত রোগ শয্যায়
গোটা তিন চার পাগল রয়েছে চষে তারা সারা গায়।
নেই হেথা কোনো টিনের ছাউনি ইটের দালান কুঠি
রয়েছে সেখানে মাটির ভিটেতে বনের বাঁশের খুঁটি।
বৈশাখী ঝড়ে চালা উড়ে পড়ে মিলন বিলের মাঝে
শতছিন্ন কাঁথা জীর্ণ বসন বৃষ্টির জলে ভিজে।
সদানন্দপুরে নেই কোনো চোর, দস্যু, শরাবখোর
গুণ্ডা, বদমাইশ, জোয়াড়ী, শয়তান, জালিম, সুদখোর।
নেই সম্পদ, নেই সম্মান, বাংলার বুকে অজ্ঞাত গ্রাম
ব্যথিত মানুষের বিচিত্র হাট অপরূপ শান্তি ধাম।
গ্রামের সীমায় অপূর্ব এক মায়ামাখা পরিবেশ
সেখানে থাকেন ক্ষুদ্র বাড়িতে সুফিয়ান দরবেশ।
মসজিদে তিনি ইমামতি করে যিকিরে কাটান রাতি
জ্বালান তিনি মানুষের মনে নূরের আলোক বাতি।
দুঃখের নিশীথে মানুষের পাশে দাঁড়ান তিনি এসে
আশার প্রদ্বীপ জ্বালান তিনি তাঁর শিয়রের পাশে।
চোর, ডাকাত আর অত্যাচারী যদি এসে হামলা করে
দরবেশ তাঁর লাঠিখানা নিয়ে এগিয়ে চলেন যিকির করে।
গ্রামের সবাই সামনে পিছনে অস্ত্র হাতে সারি ধরে
এগিয়ে চলে সমস্বরে আল্লাহ আল্লাহ যিকির করে।
ব্যথিতজনের নিকট আত্মীয় সুফিয়ান দরবেশ
সদানন্দপুরে গড়েছেন এক অনুপম পরিবেশ।
মসজিদে হয় সমবেত তারা ভোরের আযান শুনি
মুনাজাত করে, নামায পড়ে বুকেতে বহায় পানি।

মুনাজাত শেষে খন্তে, কুড়াল, সাবল, কুদাল লয়ে
চলে যায় দূরে ফিরে দিন শেষে পরিশ্রান্ত হয়ে।
গ্রামের লোকেরা মেহনত করে ফিরে আসে নিজ ঘরে
চাল ডাল আর লবণ মরিচ জীর্ণ থলিতে ভরে।
সন্ধ্যা নামে সদানন্দপুরে মিলন বিলে ঐ দূর বনে
মসজিদে তারা নামায পড়ে মুনাজাত করে, আপন মনে।
এমনি ধারায় সদানন্দপুরে দিন আসে দিন যায়
বনের বিহগ বন হতে এসে দিন শেষে চলে যায়।
ছবর তাদের আসল খোরাক শোকর মনের বাতি।
সদানন্দপুরে ভবের বাজারে কেনা কাটা শেষ করে
কতশত লোক ঘুমায় নিরলে নিছক মাটির ঘরে।
কেন তারা হায় হেথায় ঘুমায় বৃক্ষরাজির তলে
নিঝুম নিরালা কবর দেশে দুনিয়ার মায়া ভুলে।
রাতের আঁধারে কবরে তাদের জ্বলে না একটি বাতি
জোনাকী পোকারা জ্বলে আর নিভে পোহায় সারাটি রাতি।
রূহানী জগত ত্যাগ করে যারা এসেছিল ভবকুলে
জনমের মতো চলে যায় তারা এদেশের মায়া ভুলে।
মরণের পর কাফন পরে ঘুমায় তারা মাটির সনে
হাশর দিনের স্বপ্নে বিভোর পড়ে থাকে হেথা শান্তি মনে।
পড়ে রয় পিছে সদানন্দপুর মিলন বিলের জল
জীর্ণ কুটিরে বিধবা এতীম ফেলে নয়নের জল।
খোদার বান্দা সুফিয়ান সদা আশার প্রদীপ জ্বেলে
থাকেন সেথা সব কিছু ত্যাজী কিসের মায়ায় ভুলে
এমন মানুষ খুঁজিছে আজিকে বাংলার কোমল মাটি
অন্তর যার সহজ সরল সোনার মতন খাঁটি।

গহীন রাতের ডাক

ভাই বন্ধুরা যাকে করেছে দিশেহারা
ঘর আছে তবু নিরাশ্রয় ঘরহারা।
হিংসা-বিদ্বেষের কষাঘাতে জর্জরিত
আপনজনের আচরণে প্রতারিত।
গভীর নিশিথে বসো বাতায়ন খুলে
তখন বুঝিবে তুমি ছিলে মহাভুলে।
রুদ্ধ দুয়ার খুলো চলে যাও মুক্ত প্রান্তরে
বিচরণ কর তুমি সরল অন্তরে।
শ্যামল সুন্দর ফসলের মাঠ ভরে
ঢেউ তুলে তুলে বহিছে বাতাস ধীরে।
পাহাড় ঘুমায় ঝর্ণারে লয়ে বুকে
সুরমার জল করে ঝলমল চন্দ্রালোকে।
চেয়ে দেখ সৃষ্টির পানে উদার মনে
নেই দ্বন্দ্ব নেই হিংসা কাহারো সনে।
রাতের নিঃসঙ্গ মুসাফির চাঁদ জাগে
বুনো ফুল ফুটে বেড়াহীন গুলবাগে।
সদা জাগ্রত পরম বন্ধুর মুক্ত দ্বার
রাতের অসীম বুকে শোনো ডাক তার।
সৃষ্টির অগণিত আঁখি স্নেহ সহকারে
তাকায় তোমার পানে রাতের আঁধারে।
এমন মায়ার পরিবেশে তুমি এসে
কর মোনাজাত অধম কাঙ্গাল বেশে,
বুকের পাজর সিক্ত কর হে তপ্ত আঁখি নীরে
তব জীবনে শান্তি আবার আসবে ফিরে।

চাঁদ আমি তোমায় ভালোবাসি

গভীর রাতে গ্রামের আকাশে উদিত শশী
ব্যথিত মনে শান্তিদাতা তোমায় ভালোবাসি।
তারার রাজ্যে শূণ্যলোকে নিঃসঙ্গ মুসাফির
অতীতের নীরব সাক্ষী তুমি হে রাহগীর।
রাসূলুল্লার হাত ইশারায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে
আবার মিলিলে হাত ইশারায় পূর্ণ চন্দ্র হয়ে।
প্রেমের কাজল মেখেছিলে তুমি সজল চোখে।
রাসূলে খোদার প্রীতি সাক্ষর হৃদয়ে লয়ে
নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে চলো সঙ্গীহীন হয়ে।
দেড় হাজার বছর আগে মক্কার গুলবাগে
কোলে নিয়ে অনুপম ফুল মা আমিনা জাগে।
দেখেছিলে কাতর নয়ন মেলে মক্কা নগরে
এতীমকুলের আশ্রয়দাতা এতীম শিশুরে
চুমো খেয়েছিলে তুমি জ্যোৎস্নালোকে বারে বারে
দেখেছ তুমি গভীর রাতে কাবার সম্মুখে
বালুর উপর সেজদায় মাথাটি রেখে
নবীজি কাঁদেন আকুল কান্না সকল ভুলে
খেজুর বৃক্ষ দূরে বহু দূরে বাতাসে দোলে।
দেখেছ নবীকে সহযাত্রী সিদ্দীকের সাথে
স্নেহভরা চোখে সওর পর্বতের ছিদ্র পথে।
হিজরতের ভয়াল রাতে সওর পর্বতে
এসেছিল যারা অস্ত্র হাতে বধিতে হযরতে।
তাদের অস্ত্র বিকট চেহারা দেখেছ তুমি
তোমার আলোতে রাসূলুল্লার কদম চুমি।
নিঝুম রাতে দেখেছ তুমি মরুর বুকে
নবীজি চলেন মক্কা ছেড়ে সজল চোখে।
চাঁদ তুমি বিরহী উম্মতের নয়নের জল
রাখিও যতনে পাক রওজায় আঁখি করে ছল্ ছল্।

ফজরের ডাক

প্রভাতী তারাটি আকাশের ভালে কাতর নয়ন মেলে,
খুঁজিছে তোমাকে খোদার বান্দা ফজর যায় যে চলে।
শীতল বাতাস বহে ধীরে ধীরে রাতের বিদায় বেলা,
শীতল করহে তন মন প্রাণ জুড়াও দেহের জ্বালা।
নিঝুম নিরালা গোরস্থানে ডাকিছে কোকিল আপন মনে,
সে গান শুনে জাগিবে না তারা ঘুমায় যারা মাটির সনে।
আযানের সুর ঢেউ তুলে তুলে পাহাড়ে আছাড় খায়,
বৃষ্টির মতো রহমত ঝরে যেই চায় সেই পায়।
যে অভাগাজন ঘুমায় তখন শয়তান তাকে ধরে,
বিছানায় ফেলে ছলে কৌশলে নানাবিধ খেলা করে।
শয়তান তার কর্ণ কুহরে নাকের ছিদ্র ভরে,
মনের সুখে প্রস্রাব করে কতনা যতন করে।
রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে জাগে সে প্যাচার বেশে,
দিনের বেলায় কত ঝামেলায় পড়ে সে অলক্ষ্যে এসে।
জাগো তুমি ভাই ডাকিছে সৃষ্টি পড় না ওসব ফাঁদে,
তোমার জীবনের একটি রজনী বিদায় নিল যে কেঁদে।
পাশা আর তাস ভিডিও ক্যাসেট রাতের সারথি যার,
ফজরের সাথে সদা সর্বদা বিরাট যুদ্ধ যে তার।
অশ্লীল বই অশ্লীল গান নগ্ন ছবির নগ্ন ধ্যান
যে জন করে, শুনিবে কি করে ফজরের আযান।

অন্তিম ইচ্ছা

হাবীবে খোদার প্রিয় সহচর
সাহাবীগণের প্রাণের দোসর
ছুরিকাহত হযরত ওমর
মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বড় আশা লয়ে মনে।
বললেন ডেকে ছেলে আব্দুল্লারে
প্রিয় বৎস, তুমি যাও ত্বরা করে
উম্মুল মুমিনীন আয়শার ঘরে
আমার সালাম পেশ করে কর নিবেদন।
হাবীবে খোদার রওজা যেখানে
একটি কবরের স্থান কি সেখানে
দিবেন আমাকে তিনি খুশি মনে
পৌঁছে দিতে পিতার অন্তিম আরমান
চলেন আব্দুল্লাহ তাড়াতাড়ি করে
হযরত আয়শার দরবারে
বালুর উপর চাটাই পাতা ঘরে
রক্তস্নাত অপেক্ষারত ওমর পরিশান।
উম্মুল মুমিনীন দয়ার সাগর
বলেন আব্দুল্লারে ইচ্ছা ছিল মোর
সেখানেতে হবে আমার কবর
খুশি মনে আমি তাই করিলাম কুরবান।
আব্দুল্লাহ যবে ফিরিলেন ঘরে
হযরত ওমর শুধালেন তারে
কি খবর লয়ে এসেছ ফিরে
মিলনের আশে কাঁদে ওমরের প্রাণ।

উম্মুল মুমিনীনের পয়গামখানি
পিতাকে যখন শুনালেন তিনি
দূর হয়ে গেল যত ছিল গ্লানি
বলেন ওমর লাশখানা নিয়ে রাখিও বহির্দ্বারে।
উম্মুল মুমিনীন যদি তোমাদেরে
দেন অনুমতি দাফনের তরে
নিয়ে যেও মোরে সেই সে কবরে।

রাখিবে কেমনে দয়াময় তারে
চোখের আড়ালে দূরে কোন গোরে
প্রাণপ্রিয় হতে বিচ্ছিন্ন করে
দেহ আর প্রাণ মিলিল দোহায় সুন্দর ধরা তলে।
কবর, হাশর, হাওযে কওসর
দেখি সবখানে হযরত ওমর
রয়েছেন সাথে সিদ্দীক আকবর
অপরূপ আলো জ্বলছে সদায় সবুজ মিনার তলে।

যিকরে জলি

আঘাত হান জমিনে হান আঘাত আসমানে
যিকরে জলি কর তুমি প্রাণখুলি
শিরা উপশিরা হতে উঠাও সুর একসাথে
যিকরে জলি কর তুমি সব ভুলি
বিজন পর্বত বাসে বসো ঝর্ণার পাশে
বিজন পর্বত যেন উঠে দুলি
হৃদয়ে যত অহঙ্কার জ্বলে হোক ছারখার
আঘাতে আঘাতে দাও আগুন জ্বালি
ইল্‌মের বাহাদুরী ধনের ছল চাতুরী
জমিনে নিক্ষেপ কর উর্দ্ধে তুলি
নুরানী মশাল লয়ে ফির তুমি লোকালয়ে
তাড়াও শয়তান যত মশাল জ্বালি।

বন্ধুর ঘরে

ঢাকা শহরে বন্ধুর ঘরে
দেখিনু আমি প্রবেশ করে
গ্লাস লাগানো শোকেছ ভরে
রেখেছেন তিনি শঙ্খ-শামুক-ঝিনুক শত শত
বাঁশের ঢেকি চালন কুলা
ছোট বড় অনেক ডুলা
প্লাস্টিকের হরেক রকম জন্তু জানোয়ার কত।
বাঁশের গুড়া শিকড়সহ
বাঘের মাথা ভয়াবহ
বাঁশের নৌকা পালসহ
চিতা বাঘের লেজ দুলছে অন্য লেজের সাথে।
লাল মোরগের লাল পুচ্ছ
টিয়া পাখির লোম গুচ্ছ
প্লাস্টিকের কলার গুচ্ছ
জন্তু জানোয়ার পুচ্ছ গুচ্ছ বন্দি একই সাথে।
বন্ধুর আদর আপ্যায়নে
মুগ্ধ হয়ে খুশি মনে
শুধাইনু মধুর বচনে
কেন এত শঙ্খ-শামুক লেজ রেখেছ ঘরে
প্রশ্ন শুনে বন্ধু দিশেহারা
হাসতে হাসতে সংজ্ঞাহারা
বলেন ওরে গ্রাম্য বুদ্ধিহারা
শহরবাসীর ফ্যাশন তুমি বুঝবে কেমন করে।

শান্তি কি আসিবে ফিরে

রক্ত সিন্ধু পার হয়ে যারা বেঁচেছিল অবশেষে
রূপ-গন্ধভরা স্বপ্নপুরী সোনার বাংলাদেশে।
বাংলা মায়ের কোমল মাটিতে তাদের রক্ত ঝরে
দাবানল যেন জ্বলে দিবানিশি বাংলার ঘরে ঘরে।
লাখো মানুষের ছিনিয়ে নিল মহাসিন্ধুর ঢেউ
ডুবে গেল তারা অথৈ সাগরে ফিরিল না আর কেউ।
ঝঞ্জাহত ক্ষত বিক্ষত রক্তস্নাত বাংলাদেশে
কৃপাণ হাতে ফিরিছে ঘাতক নানা আশে নানা বেশে।
সাধু ঋষী বেশে বক্তারা এসে মঞ্চে মঞ্চে চড়ে
আগুন ঝরানো বক্তৃতা করে খুনের মন্ত্র পড়ে।
চলে যায় সাধু নিজ আশ্রমে ঘুমায় আপন মনে
যুবকেরা মরে লড়াই করে একে অপরের সনে।
সাধু রয় সাধু যুবকের লাশ পড়ে থাকে রাজপথে
জয়ধ্বনি শুনে ঘুম হতে জেগে সাধু চড়ে তার রথে।
বাংলা মায়ের শ্যামল বুকে শান্তি কি আসিবে ফিরে
গহীন রাতে কাঁদিছে জননী ভাসিছে অশ্রু নীরে।
শান্তির আসে বিভুঁই বিদেশে ঘুরিতেছে আজ যারা
বঙ্গ জননী তোমার কোলে কেমনে ফিরিবে তারা।

বিরহ মিলন

যমুনার জলে ডুবিল শিরীন
জননীকে ফেলে হলো সে বিলীন।
অবুঝ জননী পাগলিনী বেশে
হারায়ে মেয়েরে ফিরে দেশে দেশে।
পার হয়ে যায় কত মাঠ হাট
বট বৃক্ষ তল কত খেয়াঘাট।
নিশাচর শশী আসমানে জাগে
শত ফুল ফুটে ঝরে গুলবাগে।
রাতজাগা পাখী সুকরুণ সুরে
যমুনার তীরে ডাকে বহু দূরে।
অভাগা জননী চাঁদকে শুধায়
শিরীনকে মোর দেখেছ কি হায়
গহীন রাতের বুকখানা চিরে
শিরীন আমার আসিবে কি ফিরে।
চাঁদ বলে মাগো! ফিরে যাও ঘরে
যপ প্রভু নাম তব প্রাণ ভরে।
মরণের দূত আসিবে হেথায়
নিয়ে যাবে সাথে শিরীন যেথায়।
কোনো দিন আর আসিবে না ফিরে
দুখের আলয়ে যমুনার তীরে।
ত্যাজিবে এদেশ পরবাসী হয়ে
রহিবে সে দেশে শিরীনকে লয়ে।
বিরহ মিলন চলিছে সদায়
কেহ আসে আর কেহ চলে যায়।

ঠাঁই নাই

রূহানী জগত ছাড়ি		এ দেশে দিলাম পাড়ি
চেয়ে দেখি এখানেও ঠাঁই মোর নাই।
প্রাণপাখি কেঁদে বলে		আমাকে এখানে ফেলে
দয়াময় বলো তুমি আছ কোন ঠাঁই।
দয়াময় দয়া করে		বলেন, অভাগা ওরে
অন্তরের অন্তঃস্থলে আছি যে সদায়।
কখনও একেলা ফেলে		আমিতো যাই না চলে
তোর সাথে বিরাজিত আছি সর্বদায়
অথৈ সাগর তলে		রহমান রহীম বলে
ডাক দিলে পাবে ওরে আমাকে সেথায়।
ভুলিস না তুই মোরে		আমি ভুলিব না তোরে
কঠিন বিপদকালে মরণ বেলায়।
নিয়ে যাব তাড়া করে		আঁধার মাটির ঘরে
পিছনে রইবে পড়ে এ ভব সরাই।
অবুঝ শিশুর মতো		পার্থিব সম্পদ যত
ফেলে তুই যাবি চলে রহিবে সবাই।
আমাকে রাখিলে চিনে		কঠিন হাশর দিনে
খোঁজে তুই পাবি মোরে দিব আমি ঠাঁই।
সেই সে ভয়াল দিনে		কে তরাবে আমি বিনে
দয়া করে মায়া ভরে পাশে দিবে ঠাঁই।

হযরত শাহজালাল (র.)

বাবা শাহজালাল আপনার দরবারে
অশান্ত হৃদয় নিয়ে আসি বারে বারে।
দুর্গম ভবের পথে পথশ্রান্ত হয়ে
আসি আমি কত ব্যথা এ বুকেতে লয়ে।
বাবা শাহজালাল আপনার দরগায়
ফকীরের সাথে দেখি আমীর দাঁড়ায়।
ঘুচে যায় ভেদাভেদ সব একাকার
আমীর ফকীর সবই বান্দা খোদার।
ইয়ামনের রাজপুত্র সিংহাসন ছাড়ি
তব সাথে মরু পথে দিয়াছিল পাড়ি।
রাজার প্রাসাদখানি নয় কিছু নয়
বালকের খেলাগৃহ পিছে পড়ে রয়।
ঘুমায় রাজার পুত্র তোমার কোলে
অপরূপ কোন রূহানী মায়ায় ভুলে।

হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

মূলঃ আল্লামা ইকবাল

(বাঙ্গেদরা)

হে বিলাল! তব ভাগ্যাকাশে উদিত উজ্জ্বল তারা
হেজায ভূমিতে তোমাকে এনে যে করল হাবশহারা।
ব্যথাভরা তব অন্তরখানি আবাদ যে করেছিলে
ক্রীতদাস হয়ে হাজারো আজাদীর স্বাদ তুমি পেয়েছিলে।
কোন্ সে মায়ায় এত জ্বালাতন সয়েছিলে অকাতরে
প্রেমের সে ডোর অক্ষয় হলো অক্ষয় চিরতরে।
প্রেমের পথের দুঃখ গ্লানি যে আদৌ দুঃখ নয়।
জ্বালাতন যদি নাইবা থাকে সে প্রেম যে প্রেম নয়।

তালের নরম শাঁস

উশৃঙ্খল যুবকেরা রাজপথে চলে
চলে তারা দলে দলে কত কিছু বলে।
ভয়ানক রূপ কারো কারো ভীম কায়া
পাষাণ হৃদয় যেন নাই দয়ামায়া।
নিরীহ পথিক বৃদ্ধ কাঁপে ফুটপাথে
নিঃসম্বল লাঠি ছাড়া নাই কিছু সাথে।
পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ বসে তালগাছ তলে
যৌবনের স্মৃতি স্মরে নয়নের জলে।
তালগাছ হতে তাল বলে শুনো দাদা
ভয় কেন? কেন তব মিছামিছি কাঁদা
সকল যুবক নয় পাষাণ সমান
অনেকের রয়েছে যে কোমল পরাণ।
কঠিন তালের মাঝে অতি সংগোপনে
সফেদ নরম শাঁস রয়েছে যেমনে।
যুবকের বক্ষ যদি বিদারণ করে
আধ্যাত্মিক আলো পড়ে মায়ারূপ ধরে।
সে যুবক এদেশের শহরে বন্দরে
দিবে আলো আমাদের সকলের ঘরে।

পৌষের শীতে

‘গভীর নিশীথকালে
জোনাকি পোকারা জ্বলে
ঝোপ ঝাড়ে কেয়া বনে অপরূপ মেলা
বরাকের বাঁকে বাঁকে
কুয়াশা কুণ্ডলী পাকে
দুলিতেছে খেলিতেছে অপরূপ খেলা।

গ্রামের মানুষগুলি
কিসের মায়ায় ভুলি
শুয়ে আছে গোরস্থানে জনমের মতো
শ্যামল সুন্দর গাঁয়ে
হিমেল শীতের বায়ে
কাঁপিতেছে ঘরে ঘরে দুঃখীজন কতো।

ভাঙ্গা বেড়া ভাঙ্গা চালা
ক্ষুধার আগুন-জ্বালা
দারুণ শীতের রাতে বস্ত্র নাহি গায়
এখানে হিজল তলে
কোন্ সে মায়ার ছলে
ঘর ছেড়ে কত লোক কবরে ঘুমায়।

আতুরের ফরিয়াদ

চেনা জানা লোকালয়
বহু দূর মনে হয়
বিকল চরণে আমি চলিতে পারি না।

এ জীবনে যত আশা
বেঁধে ছিল বুকে বাসা
কেমনে উধাও হলো আমি জানি না।

যেতে চাই দূর দেশে
বাধা পাই অবশেষে
পড়ে আছি দীন বেশে মোর কুঁড়েঘরে।

পিতার ভিটার মায়া
গ্রামের শ্যামল ছায়া
বাঁধিয়া রাখিল মোরে মায়ার ডোরে।

কত দিন আছি আর
করো তুমি মোরে পার
ছায়া দাও আলো দাও মোরে।

আমার মরণ পরে
দয়াময় দয়া করে
রাখিও অনাথদেরে তোমার নজরে।

অন্ধের ফরিয়াদ

দয়াময় মায়াময় রহমান রহীম
আমরা বড়ই অসহায় দীন-হীন
চোখ আছে তবু জ্যোতিহীন ॥
আলো আধারের খেলা, ভবের বিচিত্র মেলা
এ জনমে দেখি নাই কোনো দিন ॥

ব্যথা বেদনায় ভরা এ জীবন
শেষ হবে জানি আসিবে মরণ
মরণের পর ঠাঁইটুকু দিও
নয়নের দ্বীপ জ্বালিয়া দিও ॥

বন্ধুরা যারা হেরিলে ভূবন
নয়ন ভরিয়া সারাটি জীবন
তোমার নয়নে কে দিলো আলো
বলো হে বন্ধু বলো তুমি বলো
তিনি দয়াময় মায়াময় রহমান রহীম ॥

নয়নের আলো

নয়নের আলো নিভিয়া গেল
চেনা জানা এ পৃথিবী আর দেখিব না।
এ ভবের মায়া যেন এক ছায়া
ছায়া দেখে এ জীবনে আর কাঁদিব না ।
অভাগা সন্তানদেরে দেখিয়া নয়ন ভরে
আকুল কাঁদন আমি আর কাঁদিব না ।
আমার এ ভাঙ্গা ঘরে রুদ্র পড়ে বৃষ্টি ঝরে
ক্ষুধার দারুণ জ্বালা সহিতে পারি না।
পাখি তুমি খাঁচা ছাড়ি শূন্য লোকে দিবে পাড়ি
দেহের পিঁজরে পাখি আর কাঁদিও না।

উম্মত গোনাহগার

মা-হারা শিশুর মতো দিশেহারা ব্যথাহত
ঘুরিলাম প্রিয় মদীনায়
বুঝিনু আমার মতো গোনাহগার শোকাহত
কোনো জন আসেনি হেথায়।
খেজুর গাছের ছায় বসিলাম বালুকায়
হেরিলাম সবুজ মিনার
বুকখানা চেপে ধরে কাঁদিলাম প্রাণ ভরে
মুছিলাম আঁখি বার বার।
পাক মদীনার মাটি সোনা হতে আরো খাঁটি
হাতে লয়ে মুছিলাম বুকে।

ওহুদ পাহাড়খানি নূরানী মায়ার খনি
কার ধ্যানে নয়ন সজল
জান্নাতুল বাকীর কোলে জগতের মায়া ভুলে
ঘুমায় নিরলে সাহাবী সকল
ধরা তলে মায়া ডোরে বেঁধেছেন তাহাদেরে
নূরনবী আপনার করে
দূরে নয় কাঁছে তারা নবী প্রেমে আত্মহারা
ধ্যানে মগ্ন যুগ যুগ ধরে।

পবিত্র রওদ্বা পানে   চলিলাম প্রাণপণে
তাকাইনু জল ভরা চোখে।
আশিকান শত শত   চেহারা চাঁদের মতো
চলে তারা আনন্দিত মনে
আমি তাহাদের সনে   বড় আশা লয়ে মনে
ছুটিলাম রওদ্বা পানে।
সারাজনমের কথা   হৃদয়ে সঞ্চিত ব্যথা
ব্যক্ত করি ইচ্ছা ছিল মনে
নিশ্চুপ নির্বাক আমি   অক্ষত জীবিত তুমি
বলিবার কিছু আর নাই।
কে যেন ডাকিয়া বলে   দূরাচার যারে চলে
তোর স্থান নাই এইখানে
শুনিলাম কাঁন পেতে   বাণী আসে দূর হতে
তুই তো গোনাহগার উম্মত আমার।

মুনাফিক সমাচার

বিশ্বে যত মুনাফিক আছে তাদের সর্দার
'আব্দুল্লা বিন উবাই' ইসলামী নাম তার।
নামের অর্থ আল্লাহর দাস, আল্লাহর খাঁটি বান্দা
দিনরাত ছিল অন্তরে তার মুনাফিকি সব ধান্দা।
মসজিদে গেলে পাকা মুসল্লী রণভূমে ছিল গাজী
অন্তর তার আবূ জাহিলের শয়তান ছিল পাজী।
বুদ্ধিজীবীদের বাবা ছিল তবু বুদ্ধির বোঝা লয়ে
জান্নাত ছেড়ে দোযখে সে গেলো পাকা মুনাফিক হয়ে।
তার দাস-দাসী নানা বেশে ঘুরে ইসলামী নাম ধরে
গবেষণা করে ইসলাম নিয়ে ইসলাম থেকে সরে।
বিদেশীর দাস স্বদেশের বুকে হানিছে সে খঞ্জর
মুনাফিক তাই মুমিনের ভয়ে কাঁপে তার অন্তর।

এতীমের ব্যথা

পিতার কবর জননীর ঘর
নয়নের জলে সিক্ত
বিশাল ধরণী ওগো মা জননী
আমাদের হাত রিক্ত।
পিতাশূণ্য ঘর তোমার অন্তর
কাঁদে আমাদের তরে
নিশার স্বপনে গোপনে গোপনে
নয়নের জল ঝরে।
তব আঁখিজল করে ছল ছল
আমাদের পানে চাহি
ক্ষুদ্র হৃদয়ে বড় আশালয়ে
খোদার রহমত চাহি।

ভয়ানক শ্মশান

দেওলা বিলের দখিন কিনারে গুরুনাথ শ্মশান
বট বৃক্ষ আর তেতুল তলে বড় ভয়ানক স্থান।
রাতের আঁধারে ভূতের আড্ডা শিয়ালের আস্তানা
হুঙ্কার ছাড়ে গভীর নিশীথে পাগল-মাস্তানা।
বৃক্ষ শাখে শকুন শকুনী হুতোম প্যাচার দল
মহড়া চালায় বৃক্ষ দোলায় ভৌতিক কৌশল।
নিতাই মাঝির শবদেহখানি দেওলা বিলের কোলে
এক যুগ আগে ভস্ম হয়েছে চিতার অনলে জ্বলে।
নিতাই মাঝির জীবনের সাথী ভাঙ্গা নৌকাখানি
দেওলার বিলে ডুবে গেল ধীরে যেখানে অথৈ পানি
শুধু কিছু ছাই উড়ে পড়েছিল দেওলা বিলের জলে
বিধবার গৃহে শোকতারা সনে মিটিমিটি দ্বীপ জ্বলে।
বাংলার বুকে দূর্গম স্থানে নিতাই মাঝির বাড়ি
জীবন যুদ্ধে পরাভূত হয়ে পরপারে দিল পাড়ি।
রেখে গেল দুটি ছেলে সন্তান পেয়ারার মতো মুখ
হিংসামুক্ত চেহারা তাদের মায়ামাখা দুটি চোখ।
জ্বর-ব্যাধি আর ক্ষুধার জ্বালায় মরণ আনিল ডাকি
শবদেহ দুটি চিতায় ভস্ম চলে গেল প্রাণ পাখি।
শহরবাসী বন্ধুরা আমার আসিও ছদ্মবেশে
আমার প্রিয় দুর্গম স্থান নিতাই মাঝির দেশে।
বাংলাদেশের ভিতরেই আছে আজব একটি দেশ
সুধীজন আর বুদ্ধিজীবীর নেই সেথা কোনো লেশ।
আছে শৈবাল, ভাঙ্গা নৌকা কাঁদামাখা পথ-ঘাট
জ্বর-ব্যাধি আর জীবনযুদ্ধ ফসলশূণ্য মাঠ।
গাঁয়ের দখিনে নদীর কিনারে নিঝুম গোরস্থান
পশ্চিম পাশে ঝোপ জঞ্জাল ভয়ানক শ্মশান।

ঈসালে সাওয়াব মাহফিলে এতীমদের দোয়া

রহমান রহীম আমরা এতীম
আমাদের দোয়া তুমি কবুল করো।
বালাই হাওরে কত অশ্রু ঝরে
সকলের দোয়া তুমি কবুল করো।
আমাদের মতো কত শত শত
এতীম অসহায় এসেছে এখানে।
কত দরবেশ ধরে ছদ্মবেশ
বসে মানুষের মাঝখানে
ধ্যান করে তারা আপন মনে।
কত ব্যথিত জন ব্যথা ভরা মন
এসেছে এখানে দোয়ার তরে
তাদের প্রতি খোদা রহম করো।

সনদ বিতরণ মাহফিলে এতীমদের দোয়া

দয়াময় আমরা এতীম
আমাদের দোয়া তুমি কবুল করো।
আমামা বাঁধা উলামাদের প্রতি রহম করো।
প্রিয় নবীজির মায়ার ডোরে
রাখিও বাঁধিয়া সকলেরে
সে ডোর যেন অটুট থাকে হাওযে কাওসারে।

دل کی آنکھوں سے دیکھو

اے اھل دل دل کی آنکھوں سے دیکھو
سایہ پدر سے محروم یتیموں کو دیکھو
بے گھر بیکس یتیموں کو دیکھو

اتنے بڑے جھاں میں

دکھ بھرے راتوں میں

رونے کے لئے بھی انکو کوئ آشیا نہ ملی

باپ کے فراق میں آغوش مادر میں
رونے والے یتیموں کو دیکھو

دست دعا بلند کرو

یتیموں دست دعا بلند کرو
ربّ کریم سے فریاد کرو
خدایا- ہم تو دکھیا ماں کے
جھونپڑی میں تھے
باپ کے قبر پر آنسو بہاتے تھے
اب ہم پر سکون زندگی گذار رہے ہے
یتیموں کے آشیاں میں ہم
خوشی منار رہے ہے

خدایا ان بے کسوں پر رحم کرنا

خدایا ہم گناہ گاروں پر کرم کرنا
ہم ان بے کسوں کو کیا پیش کرے
اپنی جان وتن انپر قربان کرے
خدایا ہماری زندگی جب تک باقی رے
ان بےکسوں کی خدمت کرتے رہے

سایہ پدر ومادر سے محروم یتیم

آہ- آہ- آہ ان یتیموں کی ماں
آہ- آہ- آہ ان یتیموں کا باپ
وطن کو چھوڑ کر پر دیس چلے گئے
دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا مین چلے گئے
ماں باپ کے فراق میں روتے رہیں روتے رہیں
آو ! دوستو ہم انکے کھانی سنے
انکی خدمت میں اپنی زند گی قربان کرے

یتیموں کی دعا برائے مظلوم ورہنگا

یارب یتیموں کی دعا کو قبول کرنا
مظلوم روہنگا مؤمنوں پر رحم کرنا
شہیدوں کو جنت الفردوس نصیب کرنا
ان بے کسوں کو جو امداد کرے
خدایا قبول کرنا قبول کرنا

আমাদের প্রকাশিত পুস্তকসমূহ

- মুন্তাখাবুছ ছিয়র ১ম খণ্ড (উর্দু)
- মুন্তাখাবুছ ছিয়র ২য় খণ্ড (উর্দু)
- মুন্তাখাবুছ ছিয়র ৩য় খণ্ড (উর্দু)
- আনওয়ারুছ ছালিকিন (উর্দু)
- শাজারায়ে তায়্যিবা (উর্দু)
- নালায়ে কলন্দর (উর্দু)
- হিযবুল বাহার (অজিফা)
- আল কাউলুছ ছাদীদ (উর্দু)
- বালাই হাওরের কান্না
- আদর্শ গল্প সংকলন
- চল মুসাফির পাক মদীনায় সবুজ মিনার ঐ দেখা যায়
- সাধারণ কবিতা
- কদুর উপকারিতা ও মধুর উপকারিতা
- যাকাত প্রসঙ্গে
- দ্বিয়াউন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আংশিক অনুবাদ)
- গাযওয়ায়ে তাবুক
- হযরত মাওলানা হাফিজ আহমদ জৌনপুরী (র.) [জীবনী]
- হযরত আলী বিন হোসাইন যয়নুল আবিদীন (রা.) [জীবনী]
- সাইয়িদ আহমদ শহীদ বেরলবী (র.)-এর জীবনী
- ইমাম বুখারী (র.) [জীবনী]
- আনওয়ারুছ ছালিকিন (বঙ্গানুবাদ)
- মুন্তাখাবুছ ছিয়র (আংশিক বঙ্গানুবাদ)
- আল কাউলুছ ছাদীদ (বঙ্গানুবাদ)
- আল কাউলুছ ছাদীদ (ইংরেজী)
- প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা (বাংলা)
- প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা (ইংরেজী)
- রাহগীরে মদীনা মুনাওয়ারা
- চল্লিশ হাদীস
- নামাযের মাসাইল ও দু'আ

ফুলতলী পাবলিকেশন